নির্বাচনকে সামনে রেখে কৌশল ঠিক করছে তৃণমূলের বিএনপি নেতারা

নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপিতে বিরোধ এখন তুঙ্গে। দলটির ভিতরে এক পক্ষ চায় নির্বাচনে অংশ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে অন্যপক্ষ চায় নির্বাচন বর্জন করতে। এরই মধ্যে বিএনপির একাধিক নেতা যারা দীর্ঘদিন ধরে দলের ভিতরে কোণঠাসা তারা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। প্রয়োজনে তারা দল থেকে বের হয়ে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদান করে কিংবা স্বতন্ত্র অবস্থান থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হওযার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বিএনপির একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। যদিও কেউ প্রকাশ্যে এখনও এই আলাপ করতে চান না।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বিএনপিতে বছরের পর বছর অবহেলার শিকার, বঞ্চিত, বিভিন্ন সময়ে দল থেকে নানা অজুহাতে বহিস্কার হওয়া, ওযান ইলেভেনের সময় সংস্কারপন্থি হওয়া, হতাশ সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্যসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা ইতিমধ্যে নতুন দলে যোগ দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। কেউ কেউ নতুন দলে যোগ দিয়ে নেতৃত্বেও চলে আসছেন। বিশেষ করে প্রয়াত ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা হাতে গড়া দল তৃণমূল বিএনপির নেতৃত্বে এসেছেন বিএনপির সাবেক দুই প্রভাবশালী নেতা শমসের মবিন চৌধুরী এবং তৈমুর আলম খন্দকার। এখন তাদের দেখানো পথ অনুসরণ করার জন্য প্রস্তুত নিচ্ছেন অনেক নেতা।

সূত্র জানায়, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে বিএনপির একটি বড় গ্রুপ আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মেজর হাফিজের সঙ্গে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন, কুমিল্লার সাবেক মেয়র বিএনপি থেকে বহিস্কৃত মনিরুল হক সাক্কুসহ আরও বেশ কয়েকজন গুরুত্ত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় নেতা রয়েছেন। যারা এখনই তাদের নাম প্রকাশ করতে চাচ্ছেন না। তবে একাধিক নেতা বলেছেন, সময় সবকিছু বলে দিবে।

বিএনপির ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো বলছে, যারা বিএনপি ছেড়ে আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের বেশিরভাগই নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনকৃত রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারেন। যাতে করে নির্বাচন করতে কোনোরকম ঝক্কিঝামেলা না হয়। আবার নিজ নিজ এলাকায় প্রভাবশালী এমন নেতারা স্বতন্ত্র প্রার্থীও হতে পারেন।

তবে নির্বাচনকে সামনে রেখে যারা বিএনপি ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের বেশির ভাগই নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল তৃণমূল বিএনপি বা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে (বিএনএম) যোগ দিতে পারেন। বিএনপির সাবেক নেতা ও মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার হাতে গড়া তৃণমূল বিএনপি কয়েক মাস আগে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পায়। কিন্তু এর কয়েক দিন আগেই মারা যান নাজমুল হুদা। এরপর দলটির হাল ধরেন তার কন্যা। সম্প্রতি দলটির নেতৃত্বে এসেছেন বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক কূটনীতিক শমসের মবিন চৌধুরী এবং বিএনপি চেয়ারপারসনের সাবেক উপদেষ্টা নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের মেয়র প্রার্থী তৈমুর আলম খন্দকার। তারা নেতৃত্বে আসার পর তেকেই আলোচনায় ওঠে এসেছে তৃণমূল বিএনপির নাম। দলের বর্তমান নেতৃত্ব দলকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছে।

এরই লক্ষ্য ধরে বিএনপির বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে তৃণমূল বিএনপির নেতাদের কথা হয়েছে। যাদের মধ্যে অনেকেই তৃণমূল বিএনপিতে যোগদানের কথা ভাবছেন। তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও রাখছে তৃণমূল বিএনপি।

সূত্র জানায়, বিএনপি থেকে তৃণমূল বিএনপি কিংবা বিএনএম এ যোগদানের জন্য কমপক্ষে অর্ধশত নেতা পাইল লাইনে রয়েছেন।

তৃণমূল বিএনপির নেতারা মনে করেন, বিএনপির যেসব নেতা নানাভাবে দলে উপেক্ষিত তাদেরকে দলে ভিড়াতে পারলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৃণমূল বিএনপির গ্রহণযোগত্যা আরও বাড়বে। সে লক্ষ্যে নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন তৃণমূল বিএনপি নেতারাও সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তারা আগামী নির্বাচনের জন্য সৎ যোগ্য এবং জনপ্রিয় প্রার্থীর সন্ধান করছেন। যারা নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসতে পারবেন।

তৃণমূল বিএনপির মত বিএনএম- এর নেতারাও তৎপরতা শুরু করেছেন নির্বাচনকে সামনে রেখে। তারাও চাচ্ছেন বিভিন্ন দল থেকে পদ বঞ্চিত যোগ্য নেতাদের নিজেদের ভিড়াতে। এই দলেও বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতাকে দেখা যেতে পারে। তবে কারা কবে যোগ দিবেন সে বিষয়ে এখনই

কারো নাম প্রকাশ করতে চাচ্ছেন না দলটির নেতারা।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিএনপি ছেড়ে ‘তৃণমূল বিএনপি বা বিএনএম-এ তে যোগদান করতে পারেন এমন নেতাদের মধ্যে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ, দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন, যুগ্ম মহাসচিব ও সাবেক সংসদ সদস্য মজিবর রহমান সরোয়ার, বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান শওকত মাহমুদ, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য মনিরুল হক চৌধুরী, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও দলের খুলনা মহানগরের সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম মঞ্জু, সংস্কারপন্থি হিসেবে পরিচিত সাবেক সংসদ সদস্য সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল, আলী নেওয়াজ খৈয়াম, ডা. জিয়াউল হক মোল্লা, নূরুল ইসলাম মনি, নজির হোসেন, কুমিল্লার সাবেক মেয়র মনিরুল ইসলাম সাক্কু সহ আরও অনেকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিএনপির একজন কেন্দ্রীয় নেতা বলেছেন, বিএনপিতে এখন চরম সংকট যাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে একাধিক গ্রুপ সক্রিয়। একটা বড় অংশ নির্বাচনে অংশ নিতে চায়। আবার আরেক অংশ চায় আন্দোলন। এ নিয়ে বিরোধ এখন তুঙ্গে। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসতে এই সংকট আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। তিনি বলেন, শেষ পর্যন্ত কি হয় সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

অপর একজন নেতা বলেন, দল দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে ক্ষমতার বাইরে। কর্মীদের ধরে রাখা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় নির্বাচনে যাবার কোনো বিকল্প নেই। নির্বাচনের বিষয়ে দল যদি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে আগামীতে এর চড়া মূল্য দিতে হবে। এজন্য দলের নেতৃত্বকেই দায়ি করেন এই নেতা। তিনি বলেন, এখন রাজনীতির যে পরিস্থিতি তাতে নির্বাচনে যাওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কারণ আন্দোলন করে সরকার পতন করা যাবে না। এর প্রধান কারণ ১৭ বছরেও বিএনপি আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ঘটাতে পারেনি। আবার বিদেশীরা যে ক্ষমতায় বসিয়ে দিবে এমনটা ভাবারও কোনো কারণ নেই। বরং নির্বাচনে না গেলে দল হিসেবে বিএনপির অস্তিত্ব হুমকির মধ্যে পড়বে।

এই নেতা আরও বলেন, দলের ভিতরে কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায়ে একাধিক নেতা রয়েছেন যারা নির্বাচনে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন। এই অবস্থায় দল কী সিদ্ধান্ত নেয় সেটা দেখার বিষয়।

এদিকে তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব অ্যাডভোকেট তৈমূর আলম খন্দকার জানিয়েছেন, তাদের দলে যোগদানের জন্য বিএনপিসহ বিভিন্ন দল ও শ্রেণি-পেশার অনেক নেতাকর্মী ও সমর্থকরা যোগাযোগ করছেন। বিএনপি থেকে অন্তত অর্ধশত নেতা যোগ দিতে পারেন শিগগির। যাদের প্রায় প্রত্যেকেই এমপি প্রার্থী হওয়ার লাইনে আছেন।

আর বিএনএমের আহ্বায়ক অধ্যাপক আবদুর রহমান জানিয়েছেন, আগামী নির্বাচনে তারা ৩০০ আসনে প্রার্থী দিবেন। এরমধ্যে বিএনপিসহ বিভিন্ন দল থেকে যারা বিএনএম-এতে যোগ দিতে চাচ্ছেন তাদেরকেও স্বাগত জানানো হবে।

অবশ্য বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলছেন ভিন্ন কথা। তার মতে, বিএনপির কোনো ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতাকর্মী কোনো ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেবেন না। তার দাবি, দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি ঐক্যবদ্ধ।

প্রাথমিক শিক্ষায় বেড়েছে বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা, কমেছে ঝরে পড়ার হার

গত ১৫ বছরে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরণের অগ্রগতি হয়েছে। কমেছে ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা। বেড়েছে ভর্তির হার।

শতভাগ শিক্ষার্থীদের হাতে বছরের শুরুতে নতুন বই পৌঁছে দেওয়া, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করতে শিক্ষা উপবৃত্তি ব্যবস্থা চালু করার মত সাফল্য আছে এই দেড় দশকে। প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম চালু করা ছিলো একটা বড় সাফল্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১২ গুণ। শিক্ষার্থীর পাশাপাশি সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেয়া প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে,

শিক্ষার্থী বাড়ার পাশাপাশি বছরের পর বছর অবহেলিত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নযনে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক। আগে যেখানে একটি বিদ্যালয়ের জন্য দুই থেকে তিন জন শিক্ষক ছিলেন সেখানে এখন শিক্ষক আছেন আনুপাতিক হারে।
ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২০০৬ সালে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ছিল করুন। শিক্ষার্থী থাকলে শিক্ষক পাওয়া যেতো না। আবার কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন তো, শিক্ষার্থী নেই। দেশের অনেক প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া হতো না বললেই চলে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ইচ্ছামত যাওয়া আসা করতো। অনেক বিদ্যালয়ে মাঠ থেকে শুরু করে শ্রেণিকক্ষের বারান্দা এমনকি শ্রেণিকক্ষগুলোতেও ছিলো গরু-ছাগলের অবাধ যাতায়াত। শিক্ষার পরিবেশ ছিলো না। খেলাধুল হতো না বললেই চলে।

সব মিলিয়ে গত দেড় দশকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সূত্রে জানা গেছে, আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নেয়। এরই অংশ হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন, নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ওয়াশব্লক, নলকূপ স্থাপন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার স্থাপন, দুই বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক স্তর চালু করা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ, সহকারী শিক্ষক নিয়োগ, প্রাক-প্রাথমিকের জন্য শিক্ষক পদ সৃজন করা ও শিক্ষক নিয়োগ, সংগীত ও শারিরীক শিক্ষক নিয়োগ, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মাল্টিমিডিয়া ও ল্যাপটপ বিতরণ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, স্কুল ফিডিং ও উপবৃত্তি প্রদানসহ নানামুখি কার্যক্রম বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যার প্রায় শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের এক পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৬ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে সারাদেশে সবধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ছিলো ৮২ হাজার ২১৮টি। গত ১৫ বছরে এই সংখ্যা বেড়েছে ব্যাপকহারে। ২০২২ সালে এসে সারাদেশে সবধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে এক লাখ ১৪ হাজার ৫৩৯টি। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে ৩২ হাজার ৩২১টি। ১৯৭৩ সালে দেশে সরকারি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিলো ৩৭ হাজার ৬৭২টি। তারপর আর কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়নি। ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ হাজার ১৯২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন।

২০০৬ সালে সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল এক কোটি ৬০ লাখ এক হাজার ৬০৫ জন। ২০২২ সালে এসে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ কোটি ৫৪ লাখ ৬ হাজার ৯১ জনে। অর্থাৎ গত ১৬ বছরে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১২ গুণ। ২০০৬ সালে যেখানে ছেলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭৯ লাখ ১৯ হাজার ৮৩৭ জন এবং মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮০ লাখ ৮১ হাজার ৭৬৮ জন, সেখানে এই সংখ্যা বেড়ে উন্নীত হয়েছে যথাক্রমে ছেলে এক কোটি ২৪ হাজার ৯৫১ জন এবং মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক কোটি ৫২ লাখ এক হাজার ১৪০ জন।

একইভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেড়েছে। ২০০৬ সালে ছিল মাত্র ৩৩ হাজার ২৯৬ জন। বর্তমানে এ সংখ্যা ১৫ লাখ ১৭১ জন। শিক্ষার্থীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে শিক্ষকের সংখ্যা। ২০০৬ সালে যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল তিন লাখ ৬৫ হাজার ৯২৫ জন, ২০২২ সালে শিক্ষকের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে হয়েছে ৬ লাখ ২৬ হাজার ৪২ জন।

শেখ হাসিনার এই ১৫ বছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নতুন করে সংযোজন হয়েছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। এটা আগে ছিল না। বর্তমানে প্রাক-প্রাথমিকে শিক্ষার্থী আছে ৩৩ লাখ ৮৩ হাজার ৭২৬ জন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য নিয়োগ দেয়া হয় ৩৭ হাজার ৮৮১ জন শিক্ষক। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হারে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আগে প্রতি ৫২ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক ছিলেন একজন। বর্তমানে ৩৩ জন জন্য শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষক।

শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার বিষয়টি সরকারকে নানাভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। ২০০৬ সালে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর হার ছিল ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। ফলে বর্তমানে ঝরেপড়ার হার নেমে এসেছে ১৩ দশমিক ৯৫ শতাংশে। প্রাথমিক শিক্ষায় বর্তমান সরকারের অন্যতম সাফল্য হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীর হাতে শতভাগ নতুন বই তুলে

দেওয়া। যা বিগত সময়ে কোন সরকারের আমলেই হয়নি। ২০০৬ সালে যেখানে মোট বিতরণকৃত বইয়ের মধ্যে ৫০ শতাংশ সাদাকালো বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হত, সেখানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রতিবছর বিতরণকৃত বইয়ের শতভাগ রঙিন এবং বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হয়।

এছাড়াও বর্তমান সরকার প্রত্যেক বছর বিদ্যালয়গুলোতে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করাসহ আরও অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকারের এসব পদক্ষেপ শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখি হতে উৎসাহিত করেছে।

রেমিটেন্স বাড়ছে, ২০ দিনে এলো ১২৫ কোটি ডলার

দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সূচক বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভের অন্যতম প্রধান উৎস প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স বাড়তে শুরু করেছে।

গত সেপ্টেম্বরে নিম্নমুখী সূচকের পর অক্টোবর মাসও শুরু হয়েছিল সেই ধারায়। তবে দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আশার আলো দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক রবিবার রেমিটেন্স প্রবাহের সাপ্তাহিক যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায়, চলতি অক্টোবর মাসে প্রথম ২০ দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসীরা ১২৫ কোটি (১.২৫ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছেন।

প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছে ৬ কোটি ২৫ লাখ ডলার। মাসের বাকি ১১ দিনে এই হারে আসলে মাস শেষে মোট রেমিটেন্সের অঙ্ক প্রায় ২০০ কোটি (২ বিলিয়ন) ডলারে গিয়ে ঠেকতে পারে বলে হিসাব বলছে।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রবাসীরা ১৩৪ কোটি ৩৬ লাখ (১.৩৬ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছিলেন। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছিল ৪ কোটি ৪৭ লাখ ডলার। একক মাসের হিসাবে সেপ্টেম্বর মাসের রেমিটেন্স ছিল সাড়ে তিন

বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম।

২০২০ সালের এপ্রিলে ১০৯ কোটি ২৯ লাখ (১.০৯ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। এর পর গত সাড়ে তিন বছরে সেপ্টেম্বরের মত এত কম রেমিটেন্স দেশে আসেনি।

২০২০ সালের প্রথম দিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। দেশে দেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় লকডাউন; সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়। কমতে শুরু করে রেমিটেন্স। সেই ধাক্কায় ২০২০ সালের মার্চে রেমিটেন্স ১২৭ কোটি ৬২ লাখ ডলারে নেমে আসে। এপ্রিলে তা আরও কমে ১০৯ কোটি ২৯ লাখ ডলারে নেমে আসে।

এর পর থেকে অবশ্য রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়তে থাকে।
শনিবার পর্যন্ত (২১ অক্টোবর) রেমিটেন্সে প্রতি ডলারের জন্য এখন ১১০ টাকা দিয়েছে ব্যাংকগুলো। সে হিসাবে অক্টোবরের ২০ দিনে (১ থেকে ২০ অক্টোবর) ১৩ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা এসেছে; প্রতিদিন এসেছে ৬৮৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা।

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় মাস আগস্টে ১৬০ কোটি (১.৬ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। প্রতিদিন এসেছিল ৫৬৭ কোটি টাকা।
অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ১৯৭ কোটি (১.৯৭ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছিল ৬৯৪ কোটি টাকা।
গত বছরের সেপ্টেম্বরে ১৫৩ কোটি ৯৬ লাখ ডলার রেমিটেন্স দেশে এসেছিল।

আজ শোকাবহ রোভার দিবস

বাংলাদেশের রোভার স্কাউট সদস্যদের কাছে একটি শোকাবহ দিন । ১৯৯৭ সালের ২৩ শে অক্টোবর দিনটি ছিলো রোভার লিডার এবং রোভার স্কাউটস সদস্যদের সবার কাছে একটি স্বপ্নের দিন । সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগানে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত ৯ম এশিয়া প্যাসিফিক ও

৭ম বাংলাদেশ রোভার মুট এ অংশগ্রহন করার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিল মেহেরপুর জেলা রোভার । জেলা রোভার থেকে ৪ টি টিমে ৩৬ জন সদস্য রোভার মুটে অংশগ্রহনের জন্য মেহেরপুর জেলার রোভাররা আনন্দের প্রহর গুনতেছিল আর সেই সাথে রোমাঞ্চকর এক অধ্যায়ের আগমনের বার্তা অনুভব করছিলো। অবশেষে এসে গেল ১৯৯৭ সালের ২৩ শে অক্টোবরের সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি।

রোভার মুটে অংশগ্রহনকারীরা বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে জমায়েত হয় মেহেরপুর সরকারি কলেজ চত্বরে। আনন্দঘন পরিবেশে মুটে অংশগ্রহনকারী চারটি দল মেহেরপুর সরকারি কলেজ রোভার দল, মুজিবনগর সরকারি কলেজ রোভার দল, মেহেরুল্লা মুক্ত রোভার দল, ও মুন্সি জমিরউদ্দীন মুক্ত রোভার দল উপস্থিত হলো। ১৯৯৭ সালের ২২শে অক্টোবর রাত ৯.০০ টার সময় চারটি দলের মোট আটজন করে রোভার এবং একজন রোভার নেতা সহ সবাই রিজার্ভ করা একটি মিনিবাস মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। ফেরীঘাটে দীর্ঘসময় যানজটে আটকে থাকার পর গাড়িটি ঘাট পার হয় তখনও রোভার সদস্যের কেউ ঘুমায়নি সারারাত আনন্দ উল্লাস করে সময় পার করছিলো। কেউ ভাবতে ও পারেনি তাদের জন্য সামনে কি ভয়াবহ এক ট্য্যজিডি অপেক্ষা করছে।

ফেরী পার হওয়ায় পর সবার চোখে তখন ঘুমের ভাব এসেছিল সেই সময় আর কোন যানজট ছিল না। ড্রাইভার গাড়ির গতি বাড়িয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় মেহেরপুর সরকারি কলেজের শরীরচর্চা শিক্ষক হাজী রমজান আলী ড্রাইভারকে গাড়ি ধীরে চালানোর জন্য অনুরোধ করার পরও তিনি র্কণপাত করেননি। ২৩ শে অক্টোবর ভোরে রোভারদের বহনকারী গাড়িটি ধামরাই এর জয়পুর নামক স্থানে পৌছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই পাঁচজন রোভার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

এই মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা সমগ্র বাংলাদেশের রোভারদের জন্য শোকাবহ হয়ে ওঠে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তৎকালীন মেহেরপুর সরকারি কলেজের শরীর চর্চা শিক্ষক ও রোভার লিডার রমজান আলী, মুজিবনগর কলেজের রোভার ইউনিট লিডার আনোয়ার স্যারসহ অনেকেই আহত হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুতর আহত হয় মেহেরপুর সরকারি কলেজের রোভার ফারুক হোসেন। ঘটনাস্থলে নিহত হন রোভার মোঃ মাসুম হোসেন, রোভার মোঃ মনিরুল ইসলাম, রোভার মাহফুজুর রহমান মাহফুজ, রোভার জাভেদ ওসমান, পিএস ও রোভার এস এম আমিনুল ইসলাম।

লাক্কাতুরা ক্যাম্পে যখন এ খবর পৌছায় তখন সেখানে নেমে আসে

শোকের ছায়া। ২৩ তারিখ সেখানে শোক পালন করা হয়। বাংলাদেশের রোভার স্কাউটস ইতিহাসে এই দিনটি চিরদিন স্বরণীয় হয়ে থাকবে। সবচেয়ে বেশী আহত হয় ফারুক হোসেন তখন মেহেরপুর সরকারি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এবং রোভার দলের একজন সক্রিয় সদস্য। সেদিন সম্পর্কে ফারুক বলেন, ২৩ শে অক্টোবর ভোর হবার কিছুক্ষণ আগে আমি ঘুমিয়ে যায়, যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন আমি হাসপাতালের বেডে যা পরবর্তীতে জানতে পারি ।

প্রথমে আমি কিছুই মনে করতে পারছিলাম না। পরে জানতে পারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমি দীর্ঘ ৭৫ দিন অচেতন অবস্থায় ছিলাম। আমার যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন আমার অবস্থা সদ্য ভুমিষ্ট শিশুর মতো। আমার নিজে থেকে কোন কাজ করার ক্ষমতা ছিলো না। ওঠা, বসা, খাওয়া, কথা বলা, লেখার কোন ক্ষমতা ছিলোনা। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দীর্ঘ তিনমাস আমি বিছানায় কাটিয়েছি। আমার সবচেয়ে বেশী আঘাত লেগেছিল মাথাসহ বামপাশে। কানসহ অর্ধেক জায়গায় কোন চামড়া ছিলনা ।

পায়ের উরু থেকে চামড়া নিয়ে পরে সেখানে প্রতিস্থাপন করা হয়। আমি যতদিন বেচে থাকবো ততদিন আমাকে এই স্মৃতি মনে থাকবে। সেই সময় তৎকালীন মাননীয় রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ আমাকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসেছিলেন। তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন বৃটেন সফররত তিনি সেখান থেকে শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং নিয়মিত খোঁজ খবর নিতেন ।

বাংলাদেশ রোভার অঞ্চলের সম্মানিত স্যাররা সবসময় আমার সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে আমার পাশে থেকে সহযোগিতা করেছেন। আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে লেখাপড়া সম্পন্ন করেছি। তিনি আরও বলেন, স্কাউটস আমার প্রাণ, আমার বাঁচার অনু প্রেরণা। ফারুক হোসেন বর্তমানে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন । তিনি ২০১৮ সালে জেলার শ্রেষ্ট শিক্ষক নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালে তিনি সরকারিভাবে ভিয়েতনাম সফর করেন।

তিনি বর্তমানে কাব শাখাতে সিএএলটি সম্পন্নকারী। তিনি বর্তমানে উপজেলা কাব লিডারের দায়িত্বে আছেন। তিনি বলেন চেষ্টা ও ইচ্ছা থাকলে অনেক কিছু জয় করা যায় তার বড় প্রমাণ আমি নিজেই। আল্লাহু আমাকে সে সুযোগ করে দিয়েছেন। মর্মান্তিক সেই দিনটিকে স্বরণ রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের একটি প্রতিনিধি দল ২০১৮ সালের

২৩ শে অক্টোবর মেহেরপুর জেলার শহীদ রোভারদের স্মতিসৌধে পুস্পমাল্য অর্পন করেন, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে শরীক হন। রোভার অঞ্চলের পক্ষ থেকে শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং শুভেচ্ছা উপহার এবং প্রাইজবন্ড প্রদান করেন ১৯৯৭ সাল থেকে মেহেরপুর জেলা রোভার প্রতিবছর এই দিনটি পালন করে আসছে। সেই থেকে জেলা রোভারের দাবী ছিল এই দিনটি রোভার অঞ্চল থেকে পালন করার।

দীর্ঘদিনের দাবীর সাথে একমত হয়ে রোভার অঞ্চলের তৎকালীন সম্পাদক প্রফেসর এ কে এম সেলিম এবং রোভার অঞ্চলের যুগ্ম সম্পাদক প্রফেসর ডঃ কে এম এ এম সোহেলের নেতৃত্বে প্রতিবছর রোভার অঞ্চল এই দিনটিকে তাদের কর্মসূচী হিসেবে পালন করে আসছে যা মেহেরপুর জেলা রোভারের জন্য অত্যান্ত গর্বের বিষয়। স্বাধীনতার পুন্যভুমি মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ের সেই মুজিবনগর তথা মেহেরপুরের জন্য এটাও একটি বড় পাওয়া। ৫ জন শহীদ রোভারের জন্য মেহেরপুরের নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলে নির্মিত হয়েছে শহীদ রোভার স্মতিসৌধ। তাদের কবরগুলো আছে মেহেরপুর পৌর কবরস্থানে।

প্রবাসী আয়ে ৫ শতাংশ প্রণোদনা, দুই দিনে রেমিট্যান্স ছাড়ের নির্দেশ

বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স বাড়াতে সরকার আগেই ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা দিতো। এখন থেকে এর সঙ্গে যুক্ত হবে আরও ২ দশমিক ৫ শতাংশ। অর্থাৎ প্রবাসীরা এখন থেকে দেশে টাকা পাঠালে ৫ শতাংশ প্রণোদনা পাবেন। নতুন এই অতিরিক্ত ২ দশমিক ৫ শতাংশ দিবে ব্যাংকগুলো। অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) ও বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ অথরাইজড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) গত শুক্রবার রাতে এক ভার্চুয়াল আলোচনায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ রবিবার (২২ অক্টোবর) থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন বাফেদা চেয়ারম্যান এবং সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আফজাল করিম। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এতে ডলার

প্রবাহ বাড়বে এবং ডলার সংকট কাটাতে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখবে। এছাড়া দুই দিনের মধ্যে রেমিট্যান্স ছাড় দিতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০১৯–২০ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো রেমিট্যান্সে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা ঘোষণা করে আওয়ামীলীগ সরকার। এ সিদ্ধান্তের কারণে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয় পাঠানোর পরিমাণ বেড়ে ২০১৯–২০ অর্থবছরে ১৮ দশমিক ২০ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৮২০ কোটি ডলারে দাঁড়ায়, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১৩ শতাংশ বেশি। একইভাবে ২০২০–২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছে ২৪ দশমিক ৮০ বিলিয়ন ডলার, যা ২০১৯–২০ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৩৬ শতাংশ বেশি।

ব্যাংক কর্মকর্তারা জানান, বেশি দামে প্রবাসী আয় কিনতে হচ্ছে রেমিট্যান্স হাউজগুলো থেকে। আবার নির্ধারিত দামে ডলারও মিলছে না। তাই ডলার সংকট কাটাতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রবাসী আয়ে ব্যাংকে ১ মার্কিন ডলারের বিপরীতে পাওয়া যায় ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। তার উপর সরকার আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দিত। এতে এক ডলারে পাওয়া যেত ১১৩ টাকা ২৬ পয়সার কিছু বেশি। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এখন ব্যাংকগুলো দেবে আরও ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা। ফলে এখন থেকে প্রবাসীরা এক ডলারে পাবেন ১১৬ টাকার কিছু বেশি। ব্যাংক নিজস্ব আয় থেকে প্রবাসীদের ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা দেবে। এটি আমদানিকারকদের থেকে নেওয়া হবে না।

অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম আর এফ হোসাইন বলেন, যাঁরা অবৈধ পয়সা দিয়ে ডলারের ব্যবসা করেন, তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কারণ, ১৩০ টাকা ডলার রেট অফার করা হলে তাঁরা ১৪০ টাকায় কিনবে। এ জন্য হুন্ডির সঙ্গে ডলারের ফরমাল রেট মেলানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই। তবে আশা করা যাচ্ছে, প্রণোদনা বাড়ার ফলে বৈধ পথে রেমিট্যান্স আসা বাড়বে। ডলার সংকট কাটাতে এই উদ্যোগ সুফল বয়ে আনবে।

এদিকে বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স পাঠানোর দুই দিনের মধ্যে তা প্রাপকের হাতে পৌঁছে দিতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০১৪ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করে বলেছিল, ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোকে উৎসাহিত করতে দুই দিনের মধ্যে রেমিট্যান্স ছেড়ে দিতে

হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক নোটিশে বলেছে, ‘সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে যে এই নিয়ম মানা হচ্ছে না।’

একাদশ সংসদের যত অর্জন

চলতি একাদশ জাতীয় সংসদের মেয়াদ আগামী ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত হলেও শেষ হতে যাচ্ছে এর অধিবেশন পর্ব। চলতি সংসদের শেষ অধিবেশন বসছে আজ রবিবার (২২ অক্টোবর)। ৫ কার্যদিবস চলে আগামী ২৯ অক্টোবর এ অধিবেশনটি শেষ হওয়ার কথা। পুরো দুই বছরের মতো কোভিড মহামারির মধ্যে সীমিত পরিসরে চলার মধ্য দিয়ে এবারের সংসদ শেষ হচ্ছে।

করোনা ছিলো পুরো বিশ্বের জন্যই এক নতুন অভিজ্ঞতা। সেসময় মাত্র দেড় ঘণ্টায় একটি অধিবেশন শেষ করা হয়েছে, যা ছিল দেশের ইতিহাসে সংক্ষিপ্ততম সংসদ অধিবেশন। সংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় নিয়মিত বিরতিতেই সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু অনেকরকমের স্বাস্থ্যবিধি মেনে এসব করতে হয়েছে। এবারের সংসদে অতীতের মতো ওয়াকআউট ও বিরোধী দলের সংসদ বর্জনও হয়নি। নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রয়োজনীয় বেশকিছু আইন পাস হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি যাত্রা শুরু করে এই জাতীয় সংসদ। করোনা মহামারির কারণে প্রায় দুই বছর এই সংসদের কার্যক্রম ছিল অনেকটাই সীমিত। নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্যতম ছিলো অধিবেশনের শুরুতেই কোভিড টেস্টের বাধ্যবাধকতা। সর্বশেষ দুটি অধিবেশন ছাড়া করোনা পরবর্তী সবগুলো অধিবেশনেই সংসদ সদস্য, সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়মিত কোভিড টেস্ট করেই সংসদ অধিবেশনে প্রবেশ করতে হয়েছে।

এবারের সংসদে দুটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষে ২০২০ সালের ৮ নভেম্বর বসে বিশেষ অধিবেশন। এই অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা দিক নিয়ে ভাষণ দেন তৎকালিন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। সংসদ সদস্যরাও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আলোচনা করেন। বঙ্গবন্ধুকে সম্মান জানাতে অধিবেশনে একটি সাধারণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সংসদের খরচের বিলের পরিমান নিয়ে প্রতিবেদন হয় প্রতিবছরই। এবার বিলের পরিমাণ ছিলো অনেক কম। করোনাকাল এবং পরবর্তী সময়গুলোকে সংসদ অধিবেশনের কার্যদিবস তুলনামূলক হওয়ার হওয়ার কারণে একাদশ সংসদ আগের দুটি সংসদের তুলনায় কম দিন চলছে। সেপ্টেম্বরে শেষ হওয়া সংসদের ২৪তম অধিবেশনের হিসাব অনুযায়ী সংসদের মোট কার্যদিবস হয়েছে ২৬২দিন। শেষ অধিবেশনে ৫ কার্যদিবস হলে সেটা দাঁড়াবে ২৬৭ দিনে।

এবার সর্বশেষ অধিবেশন পর্যন্ত ১৪০টি বিল পাস হয়েছে। সংসদ সচিবালয়ে আরো ২২টি বিল পেন্ডিং আছে। এর মধ্যে আর কোন বিল পাস হবে না বলে সংসদ সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে। সব মিলিয়ে একাদশ সংসদে পাস হওয়া বিলের সংখ্যা প্রায় দেড়শ। এর আগে নবম সংসদে বিল পাস হয় ২৭১টি। আর দশম সংসদে বিল পাস হয়েছিল ১৯৩টি।

সংসদ সচিবালয় সূত্র জানায়, চলতি সংসদে এখন পর্যন্ত ১৪০টি বিল পাস হয়েছে। কিন্তু এসব বিল পাসে বেশির ভাগ সংসদ সদস্যের ভূমিকা ছিল ‘হ্যাঁ’- ‘না’ ভোট দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিএনপি সংসদে থাকাকালে দলটির ২/৩ জনসহ ১২-১৩ জন সংসদ সদস্য বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব আনতেন। বিএনপি পদত্যাগ করার পর এখন জাতীয় পার্টি, গণফোরাম ও স্বতন্ত্র মিলিয়ে ৮-১০ জন সংসদ সদস্য বিভিন্ন বিলের ওপর সংশোধনী এনে থাকেন। তবে এতে বিলের মৌলিক কোনও পরিবর্তন হয় না।

সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২৪তম অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে বলেছেন, ‘অক্টোবরে চলতি সংসদের আরেকটি অধিবেশন বসবে, সেটাই হবে শেষ অধিবেশন। এরপরই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে।’সংবিধান মোতাবেক সংসদের একটি অধিবেশন শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে পরবর্তী অধিবেশন ডাকার বাধ্যবাধকতা আছে। সংসদের ২৪তম অধিবেশন গত ৩ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর শেষ হয়। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফশিল কিংবা সাংবিধানিক সময়সীমার আগে ৬০ দিন সময় না থাকায় মাত্র ৩৭ দিনের মাথায় পরবর্তী (২৫তম) অধিবেশন ডাকেন রাষ্ট্রপতি।

প্রসঙ্গত, বিগত দশম সংসদের শেষ বৈঠক বসেছিল ২০১৮ সালের ২৯ অক্টোবর। ঐ বছরের ৮ নভেম্বর একাদশ সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন এবং ৩০ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ হয়।

গণমুখী ইশতেহার আসছে আওয়ামী লীগের

কী থাকছে এবার আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে? এনিয়ে গত ২০ অক্টোবর শুক্রবার ছিল, দলটির ইশতেহার প্রণয়ন উপ-কমিটির কাছে সাধারণ মানুষের প্রস্তাব পাঠানোর শেষ দিন। কমিটির আহবায়ক, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং সংসদ সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক জানান, এরই মধ্যে বহু প্রস্তাব তাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এখন চলছে যাচাই বাছাই। এর আগে গত ৩রা অক্টোবর উপ-কিমিটির পক্ষ থেকে ইশতেহারের জন্যে প্রস্তাব চেয়ে একটি গণ বিজ্ঞপ্তিতে দেয়া হয়েছিল।

তৃণমূলের কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া প্রসঙ্গে ড. রাজ্জাক বলেন, গণমানুষের দল আওয়ামী লীগের ইশতেহার কেবলমাত্র একটি দলীয় ইশতেহার নয়। এটি প্রকৃত অর্থে গোটা জাতির ইশতেহার। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে সেটি আওয়ামী লীগের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার প্রতিটি নির্বাচনী ইশতিহারে জাতিকে প্রদত্ত প্রতিটি অঙ্গীকার শতভাগ প্রতিপালন করেছে। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের প্রতিটি ইশতেহারেই সরকারের নির্দিষ্ট মেয়াদের বাইরে দীর্ঘমেয়াদি নানা উন্নয়নের পথনকশা ছিল। এর প্রতিটিই অত্যন্ত সুচারুভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

তবে, দলটির পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে, এবারের ইশতেহার হবে স্মার্ট এবং গণমুখী। তারা বলছেন, স্মার্ট বাংলাদেশের মাধ্যমে মানুষের কাছে আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি দৃশ্যমান যে উন্নয়নগুলো হয়েছে তার মাধ্যমে আগামী দিনে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। আগামী দিনের যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানটাই হবে এবারের মূল প্রতিপাদ্য। স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য হবে শিল্পকারখানা স্থাপন করে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিয়ে শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, মানুষের আয় বৃদ্ধি করা।

আওয়ামীলীগ গণমানুষের ইচ্ছার কথা জানতে আগ্রহী উল্লেখ করে আ্ওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন উপ-কমিটির সদস্য সচিব ড. সেলিম মাহমুদ জানান, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে সেটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেই জনগণের মতামত চাওয়া হয়েছে ।

তিনি আরও জানান, আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের নির্বাচনে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ইশতেহার দিয়েছিল। ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইশতেহার ছিল “শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সবশেষ ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে ‘সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ’ শীর্ষক ইশতেহার ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ।

অত্যন্ত সফলতার সাথে ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন করে আওয়ামী লীগ সরকার। সরকারি - বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,আদালত,হাসপাতাল,ব্যবসায়িক কার্যক্রম সকল কিছুই আজ ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পাদন হচ্ছে। এতে করে জনগণের ভোগান্তি যেমন কমেছে,একই সাথে উন্নত বিশ্বের সাথে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ।

২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় পুরোপুরি সাফল্য দেখিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। জঙ্গিবাদকে দমন করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। বিএনপি-জামাত সৃষ্ট রাজনৈতিক সহিংসতা দমন করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সফলতা দেখিয়েছে আওয়ামী লীগ ।পাশাপাশি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে সফলতার সাথে কাজ করেছে। দলীয় সরকারের অধীনে গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশের স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছে। ।

২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ অনুযায়ীও আওয়ামী লীগ সরকার কাজের মাধ্যমে ইশতেহারের পূর্ণতা দিয়েছে। পদ্মাসেতুর মত প্রকল্প দেশের অর্থায়নে বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে আওয়ামী লীগ। পাশাপাশি মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্ণফুলী টানেল, বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সারাদেশে অসংখ্য সড়ক-মহাসড়ক,সেতু,ওভারপাস নির্মাণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের বাস্তবায়ন করেছে আওয়ামী লীগ।

সেই সময় পেরিয়ে ডিজিটাল যুগের মধ্যেই স্মার্ট বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি ধরে এগিয়ে চলার সময় এখন। সেই বিবেচনায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ‘গ্রাম হবে শহর’ স্লোগান থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের মূল স্লোগান হবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’।

আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি: প্রধানমন্ত্রী

পূজা শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সবার আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আমি বলব, আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি।

রবিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পূজামণ্ডপে ভক্তদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি জে এল ভৌমিক ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষ সবসময় উদার মনের, তারাও সব সময় অসম্প্রদায় চেতনাকে বিশ্বাস করে। যে কারণে আজকে আমাদের স্লোগান, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। সবাই আমরা ঠিকই এভাবে উৎসব পালন করে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ’৭৫ পর বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অনেক অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে। ’৯২, ২০০১ ও তার আগে বার বার আঘাত এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবসময় আপনাদের পাশে ছিল, পাশে আছি।আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে সব ধর্ম-বর্ণের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ অর্থাৎ সব ধর্মের মানুষ যার যার ধর্ম সে



সে পালন করবে সেটা নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু ৭৫-এ জাতির পিতাকে হত্যার পর যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।’

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সবসময় বিশ্বাস করি, সবি ধর্ম বর্ণের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে পূজা শেষ করেন, সেটাই আমরা চাই। আইন-শৃঙ্খলা কর্মী থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেক নেতারা থাকবে, যাতে কোনো ধরনের ঘটনা না ঘটতে পারে। সেদিকে আমরা সতর্ক থাকবো। আমরা চাই, আপনারা ভালোভাবে পূজা উদযাপন করেন।

তিনি আরও বলেন, এ মাটির সন্তান সবাই। এই মাটিতে নিজ নিজ অধিকার নিয়ে সবাই বাস করবেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে সবাই একই যুদ্ধ করেছেন, এখানে সবার অধিকার রয়েছে। সে অধিকার যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে আমরা সেই চেষ্টাই করি। আমরা চাইবো, আপনারও বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ করুন।

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা, এখন ঘরে ঘরে খাবার আছে, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ আছে, চিকিৎসা সেবা মানুষের কাছে আমরা দিয়ে দিচ্ছি, সারা বাংলাদেশে যে উন্নয়নের ছোঁয়া, এটা মানুষের কল্যাণেই আমাদের কাজ। মানুষের কল্যাণ করাটাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব।

ফিলিস্তিনে গনহত্যার প্রতিবাদে গাংনীতে মানববন্ধন

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত হামলা ও গনহত্যার



প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা শহরের বাসস্ট্যান্ড চত্বর এলাকায় শহরের বিভিন্ন মসজিদের মুসুল্লী ও ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের অংশগ্রহনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
গাংনী উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি ও গাংনী দারুস সালাম জামে মসজিদের ইমাম হাফিজ মাওলানা রুহুল আমিন এর সভাপতিত্বে এ মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-০২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন,গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম,গাংনী দারুস সুন্নাত জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ মহাসেন হাজী,মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু,পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা প্রমূখ।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সারা বিশ্বের মুসলমানদের উপর একের পর এক হামলা করা হচ্ছে। মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় শিশু কিশোর থেকে শুরু করে নানা বয়সী মুসলিম জনতা অংশগ্রহন করে ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ইসরাইলি পণ্য বর্জনের ঘোষণা দেন বক্তারা। শেষে মুসলিম উম্মার জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

আলমডাঙ্গার গোবিন্দপুর মাঠপাড়ায় দুর্গাপূজার উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা গোবিন্দপুর মাঠপাড়ায় সার্বজনীন কালিমন্দির প্রাঙ্গণে দুর্গাপূজার উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে

জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও সাবেক হারদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে ফিতা কেটে দুর্গাপূজার উদ্বোধন করেন।
এসময় তিনি বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। ধর্মের অজুহাতে অনেকে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। তবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সকল ধর্মকে শ্রদ্ধার সাথে দেখেছেন।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহাবুদ্দিন, এম সবেদ আলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ঠান্ডু রহমান।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি প্রকাশ কুমার ব্যাধ, সাধারণ সম্পাদক আতিক কুমার ব্যাধ। এছাড়া ব্যাধ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের প্রধান বিধান কুমার ব্যাধ, অচিন্ত কুমার ব্যাধ, লালু কুমার ব্যাধ, শংকর কুমার ব্যাধ, সাগর, সঞ্জিত, অজয়, লিটন, প্রশান, কাঞ্জন, মিঠুন, সওদাগর, বিক্রম, রুবেল, আশিক, সাজিত, অজিত, রাহুল, মিঠুন, হৃদয়, নিশান প্রমূখ।